ডাইনী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥ডাইনী॥

অফিস থেকে ফিরে দেখলুম স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে। চম্‌কে গেলুম খুবই–ভয়ও পাইনি যে তা নয়। বিজুকে তো কখনও ভরসন্ধ্যেবেলা এমন করে সংসারের কাজকর্ম ফেলে শুতে দেখিনি। মেয়ের আবার কি বিপদ হোল ? ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "ব্যাপার কি বিজু ?"

বিজু কোন উত্তর দিলে না। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলুম জ্বর হয়েছে কি না। না, শরীরের উত্তাপ তো স্বাভাবিক। তবে ? স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলুম, "বিজু !"

এতক্ষণ পর বিজু কথা বল্লে, "কদিন থেকে বলছি এ অলুক্ষুণে বাড়িটা বদলে ফেলো, বদলে ফেলো। তা যদি কথা কানে করবে। কলকাতায় কি আর বাড়ি আছে !"

সত্যি বটে বিজু ক'দিন থেকে বাড়ি বদল করবার জন্য তাগাদা করছে ; কিন্তু বাড়ি বদল করা তো আর সোজা কথা নয়। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। সুতরাং কথাটা তেমন গ্রাহ্য করিনি। বললুম, "এ বাড়ি কি দোষ করেছে ?"

ব্যস্ ! বিজু যেন ফেটে পড়ল, "দোষ করেছে ?–চারিদিকে সব ডাইনী। একটা মেয়ে নিয়ে যাওবা ঘর কচ্ছি, তা যদি ওদের সহ্যি হয় !"

BANGLADARSHAN.COM

"ডাইনী !" আমি ওসব অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিই না কানেও।

"তা বিশ্বাস হবে কেন ? দেখ দিকি আজ দুপুরের থেকে শানি কিচ্ছু মুখে করছে না। যা খাচ্ছে তাই তুলে ফেল্‌ছে।"

আমার মাথা ঘুরে গেল। শানি আমার আড়াই বছরের মেয়ে। তার ওপর ডাইনী বুড়ীর কোপ গিয়ে পড়ল কোন্ দুঃখে ? বিজু তখনও বলে চলেছে, "আচ্ছা ওদের কি চক্ষুলজ্জাও নেই একটুও ?"

আমি বল্লুম, "তা ডাইনীকে কোথায় দেখলে শুনি ?"

"ঐ ওখানে।" অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিজু পাশের বাড়ির একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। তার সন্দেহ দেখে আমার সর্বাঙ্গ রী রী করতে লাগলো। আমি অস্ফুট স্বরে বললুম, "কমলা ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! বিশ্বাস হয় না ?"

"আশ্বর্য !"

"আশ্চর্য কিছুই নয়। কদিন থেকে দেখছি ওর ঐ সোহাগ আদর–পোড়াকপালীর কপাল যখন পোড়া তখন অপরের কাচ্চাবাচ্চার ওপর নজর দেওয়া কেন ?"

আমি বিজুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলুম না। মাসখানেকের কথা মনে পড়ল। একদিন ঐ পাশের বাড়ির ঘরটায় কমলা চীৎকার করে উঠলো, “ওরে শোভা রে, তুই কোথায় গেলি রে ? আমায় এমনি করে ফাঁকি দিলি কেন রে ?”

রাত তখন প্রায় দশটা, আমি খেতে বসেছি। বিজু আমায় দুধের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বল্লে, “পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।” আমি বল্লুম, “কমলা কাঁদছে কেন ?”

“আগে পাতের গোড়ায় জল দাও দিকি।”

সত্যি কমলা কাঁদছে সারা মাতৃ-হৃদয় মথিত করে কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায়। দু’মাস আগে শোভা এসেছিল মর্ত্যলোকে আর আজ চলে গেল মায়ামমতার পাশ ছিন্ন করে। হয়ে পর্যন্ত মেয়েটা রোগে রোগে ভুগেছে। সর্বাঙ্গে তার ঘা–বড় বড় দাগা দাগা। পুঁজের গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু কমলা সমস্ত ঘৃণা তুচ্ছ করে শোভার সেবা করেছে দু’হাতে। তার ফলে নিজের গায়েও স্থানে স্থানে ঘা হয়েছে–সে সব গ্রাহ্য করেনি একটুও। সারা হৃদয় নিয়োজিত করেছে তার প্রাণসদৃশ শোভাকে আরোগ্য করবার প্রচেষ্টায়। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখানো হোল–রোজা এসে ফোড়া কাটলো–অসংখ্য দেবতার কাছে মানত করা হোল। চেষ্টার কোন ত্রুটি রইল না ; কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে রাত দশটায় শোভা মহানিদ্রায় আক্রান্ত হোল। মা বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে শতবার নাড়াচাড়া করে তাকে সজাগ করবার চেষ্টা করলে–বিনিয়ে বিনিয়ে তার প্রস্থানের জন্যে অনুশোচনা করলে সারারাত্রি প্রায়।

BANGLADARSHAN.COM

সে ঘটনার মাসখানেক পর কমলা নাকি শানিকে দেখে একদিন কেঁদে ফেলে–বুকের একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে পারেনি। তার নিঃশ্বাসের শব্দে আমার স্ত্রীর চিত্ত বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে খুকিকে নিয়ে সরে আসে পাশের ঘরে। আমি তখন অফিসের হিসেবপত্র মেলাচ্ছি। বিজু আমার পাশে এসে বসলো। আমি চশমাটা আস্তে আস্তে চোখ থেকে খুলে বলি, “ কিছু বলবে নাকি ?”

“না এমন কিছু নয়।”

আমি হাসি, “তা, ঐ এমন সামান্য কিছুই শুনি না কেন ?”

“সত্যি, তোমার আবার এ সবে বিশ্বাস হয় না।”

“আঃ, কৌতূহলই তো বাড়িয়ে দিচ্ছ কেবল।”

“তুমি এ বাড়ি বদলাও।”

“কারণ ?”

“কমলা রোজ রোজ শানির পানে তাকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলবে আর কাঁদবে। বাছার আমার অকল্যাণ হবে তাও বুড়ো মাগী ভুলে যায়।”

“পাগল !” আমি হাসতে লাগলুম।

“ঐ তো ! তুমি সব কথা উড়িয়ে দাও কেবল। কপাল যখন পোড়া তখন অপরের ছেলেমেয়েদের ওপর নজর দেওয়া কেন বাপু ?”

বিজু আমার কাছ থেকে চলে যায়—আমি ওসব বিশ্বাস করি না বলেই হয়তো। আমার মাথার মধ্যে বিজুর সেই শেষ কথা কেবল ভাসতে লাগলো, ‘কপালপোড়া।’ বাস্তবিকই কি কমলার কপাল পোড়া—বিধাতাপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন ? এই রুগ্ন মেয়ে প্রসব করবার জন্যে দোষী কে ? কমলা ? একটুও নয়। আমি জানি কমলার স্বামীর দুরারোগ্য সিফিলিস্ রোগ বর্তমান। একথাও জানি যে, সেই মহাপুরুষ প্রায়ই রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরেন না। বাপ-ঠাকুরদা অনেক পয়সা জমিয়ে গেছে। তাই ব্যয় করে সে ফুরিয়ে উঠতে পারছে না। তবুও লোকে দোষ দেবে কমলাকে। আমার স্ত্রী অন্ধ-বধির, সে অকারণ পুরুষদের প্রতি সর্বদাই সদয়, কমলার স্বামীর দোষ সে দেখে না। কারণ পুরুষ পুরুষের শত্রু, আর নারী নারীর শত্রু।

এ হেন কমলা শানি হবার দিন সাতেক পরে প্রায় একটি প্রাণহীন মাংসপিণ্ড প্রসব করে। নিজের ব্যর্থতার বেদনায় মুষড়ে পড়ে কমলা কাঁদলো, চীৎকার করলো—দু’দিন বিছানা থেকে উঠলো না, খেল না—চোখ ফুলিয়ে ফেললো কেঁদে। তারপর একদিন নজর পড়ল শানির ওপর। শানির পানে তাকিয়ে ওর ব্যর্থতার কথা পুনরায় স্মরণ হোল, পুনরায় যেন কে ওর ক্ষতে আঘাত করলে, নিজের অজ্ঞাতসারে একটি ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আমার স্ত্রী শিউরে উঠলো। সে শানিকে নিকে সেখান থেকে চলে এল। অযথা সেই দিন থেকে শানিকে কমলা ভালবাসলে।

BANGLADARSHAN.COM

এরপর অনেক মাদুলি ধারণ করে, অনেক গ্রহ উপগ্রহকে ঘুষ দিয়ে অনেক নির্দিষ্ট গাছে ঢিল ঝুলিয়ে কমলা আবার অন্তঃসত্ত্বা হলো—আবার সে ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয় দিয়ে অনুভব করল তার গর্ভস্থ ভ্রূণের সূক্ষ্ম সত্তা। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম, “প্রভু ওকে আর বঞ্চিত করো না।” তিনি হয়তো আমার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। কমলার মেয়ে হোল। আবার সে তার পুরোনো হাসি ফিরিয়ে পেল। মেয়েকে মানুষ করতে লাগলো বহু প্রয়াসে।

কিন্তু এ খুকীও বাঁচলো না। তার এই পৃথিবীর আবহাওয়াটা সইল না। এ কথা আমি আগেই বলেছি, সেই সঙ্গে আরও বলেছি যে কমলা তার শোক ভুলে আবার আমাদের শানির পানে ফিরে তাকাল, আবার তার বুকে আঘাত লাগলো। সে দু’হাত বিস্তার করে শানির দিকে ছুটে এল। আমার স্ত্রী ভাবতে লাগলো এর হাত থেকে রেহাই পাবার কথা। অগত্যা আমাকে বাড়ি বদল করবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো খুবই। যেহেতু আমি ওসব অযৌক্তিক কিছু বিশ্বাস করি না—সেই জন্যে আমি তার কথা উপেক্ষা করেছিলুম।

যাই হোক, কমলা একদিন জিজ্ঞেস করলে, “শানি কই ভাই ?”

আমার স্ত্রী আজকাল বড় একটা শানিকে কমলার সামনে বার করে না। শানি তখন আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। আমার স্ত্রী বললে, “শানির অসুখ করেছে।”

আমি পাশেই চেয়ারে বসেছিলাম। স্ত্রীর এই মিথ্যা কথা শুনে চমকে গেলুম। কমলা ভয়ার্ত স্বরে বল্লে, “কি অসুখ ভাই ?”

"এই সামান্য জ্বর।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছো ?"

"না। দেখাবো।"

"না ভাই দেরি কোরো না একটুও। ভালো ডাক্তার দেখাও। যে দিনকাল পড়েছে। ফেলে রাখা একটুও উচিত নয়।"

ও চলে গেল। ওর গলার স্বর ঈষৎ কম্পিত হোল—আমি বেশ বুঝতে পারলুম। আমি স্ত্রীকে বল্লুম, "এ মিথ্যে বলে কি লাভ ?"

"তুমি থামো দিকি।" সুতরাং আমি নীরব হই আর স্ত্রী বলে চলে, "পঞ্চাশ দিন বলছি বাড়ি বদল কর, বাড়ি বদল কর। সে কথা যদি গ্রাহ্য হয়।"

তার পরের দিন দুপুর বেলা কমলা নাকি এসেছিল শানিকে দেখতে। শানির অসুখের খবর পেয়ে সে চুপ করে থাকতে পারেনি। সারাদিন সে খুকীকে কোলে করে ছিল, আমার স্ত্রীর সমস্ত বিপরীত চেষ্টা ব্যর্থ করে। আমি আসবার ঘণ্টা তিনেক আগে এখান থেকে চলে গেছে। আমি অফিস থেকে ফিরে বিজুকে আর শানিকে ঐ অবস্থায় দেখলুম। বিজু বললে, "কি ছাই বেদানা খাইয়ে গেল। তারপর থেকে বাছা আমার কিছু মুখে করছে না।"

BANGLADARSHAN.COM

আমি বিজুর পানে ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। সে আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে করুণ সুরে বললে, "তুমি আজই বাড়ি বদল কর। নয় আমার বাপের বাড়ি রেখো এসো। ও রাক্ষুসী আবার কালই আসবে বলে গেছে।"

আমার কানের মধ্যে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিলে, ঘরের মধ্যে আর কোন শব্দ নেই। সব কিছু নিথর নিস্তব্ধ। আমি বিচার করতে বসলুম। শানির অসুখের জন্যে বাস্তবিক দায়ী কে ? কমলা না আমার স্ত্রী ? মিথ্যা একজনের বুকে আঘাত করলে, বিধাতার বিচারালয়ে তার কি কোন শাস্তি নাই ? বিধির বিধান কি নিরর্থক শব্দসমষ্টি মাত্র ? এমন অন্ধকারে নীড় হারিয়ে একটা কাক কা-কা-কা রবে ডেকে উঠলো। আমি শানির গায়ে কপালে হাত বুলাতে লাগলুম। আমার বেশ মনে পড়লো ক'দিন ধরে শানির অনবরত টক লেবু খাওয়ার কথা। শানির রোগের কারণ দিনের আলোয় প্রকাশিত হোল। ঐ কচি মেয়ে অত অ্যাসিড সহ্য করতে পারে ? ঠিক সেই মুহূর্তে ছাদের ওপর একটি বিড়াল করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলো। সম্প্রতি তার একটি সন্তান মারা গেছে। আমার স্ত্রী চমকে উঠে আমায় অনুরোধ করলে, "আগে বেড়ালটাকে দূর করে এস—আগে ওকে দূর করে দাও।"

আমি তার অনুরোধ শুনলাম না। বিজু কাঁদলো ফুলে ফুলে, "তবে আমায় দূর করে দাও। আমি পথের ধুলো—আমি কেউ নয়—আমায় গ্রাহ্য হয় না একটুও।"

একটু সুস্থ হয়ে শানিকে ডাক্তারবাড়ি নিয়ে গেলুম। ডাক্তার এক ডোজ ওষুধ দিলে। সেটা খাইয়ে দিলুম যথাসময়ে। বিজু সারারাত্রি মেয়েকে বুকে করে নিয়ে রইলো, আর আমার অবিশ্বাস দেখে দুঃখ প্রকাশ করলে, "বললুম, পীরের কাছ থেকে জলপড়া নিয়ে এস। তা হোল না। ডাক্তার-বদ্যি কি এসব সারাতে পারে ?"

কিন্তু বিজুর কথাই মিথ্যাই হোল। ডাক্তার আশ্চর্য রকমে শানিকে নিরাময় করলে। সকাল বেলা শানি আবার তার সহজ সরল পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পেল। আবার সে খেতে লাগলো, হাসতে লাগলো। অফিস যাবার সময় বিজুকে বললুম, “ডাইনীর হাত থেকে যখন শানি রেহাই পেল তখন কমলাকে ক্ষমা করো।”

বিজুর যেন অসহ্য হোল আমার কথা, বললে, “মাইরি বলছি, তুমি আমায় পাগল করে দেবে। কালকের মধ্যে যদি না বাড়ি বদলাও, তা’হলে সত্যি সত্যি আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো।”

অগত্যা সেই শনিবার দিনই রাত্রে বাড়ি ঠিক করে ফিরলুম। পরের দিন জিনিসপত্র নিয়ে উঠে গেলুম নতুন বাসায়। পরের জন্যে–স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে সংসারের শান্তি নষ্ট করতে আমি নারাজ।

BANGLADARSHAN.COM